সাহস কর ! (২)

মার্ক ৬:৪৫-৫২

মার্ক ৬ অধ্যায় ৪৮ পদে সম্মুখ বাতাসের কথা বলা হয়েছে। অর্থাৎ, নৌকার গতিপথের বিপরীতে যে বাতাস বয়ে চলেছে, তাকে নির্দেশ করা হয়েছে। নদীপথের সঙ্গে সঙ্গে জীবন পথেও বিভিন্ন ধরনের প্রতিকূল বাতাস আমাদের এমন সমস্যায় ফেলে যে, আমরা দিশেহারা বা নিরাশ হয়ে যাই। যীশুও তাঁর পার্থিব জীবনে একই প্রকার প্রতিকূল বাতাসের মোকাবিলা করেছেন। মার্ক ৬ অধ্যায়ে এমন বিপরীত বাতাস আমরা লক্ষ্য করেছি — (১) তিনি তাঁর স্বদেশে (নাসরতে) প্রত্যাখ্যাত হয়েছেন (১-৫), (২) রাজা হেরোদ যোহন বাপ্তাইজককে হত্যা করেছেন এবং যীশুর কাজের কথা শুনে উদ্বিগ্ন হয়েছেন (১৪-২৯), (৩) জনপ্রিয়তা যীশুকে তাঁর কাজে বাধা দিচ্ছে (৩১), (৪) কঠিন হৃদয়ের ফলস্বরূপ শিষ্যরা পর্যন্ত যীশুকে চিনতে ব্যর্থ হয়েছে (৫২)। জীবনের প্রতিকূলতা কিন্তু যীশুকে লক্ষ্যভ্রষ্ট করতে পারেনি। পরিবর্তে তিনি জীবনের প্রতিকূলতার মাধ্যমে শিষ্য তথা বিশ্বাসী আমাদের খাঁটি করেন।

মণ্ডলীর কাজে বিভিন্ন বাধা আছে- অর্থাভাব, স্বেচ্ছাসেবীদের অভাব, রোগ-যন্ত্রণা, ব্যস্ততা, মণ্ডলীর প্রতি সাধারণ মানুষের অনীহা বা বিরোধী মনোভাব। পরিবারেও সমস্যা কম নয়- শিক্ষা, জীবিকা, সাংসারিক সম্পর্ক। ফলস্বরূপ, অনেকেই হেরে গেছি- বিবাহ-বিচ্ছেদ, অন্যায়ের সঙ্গে আপোস, সততার অভাব, অবিশ্বস্ততা, অনৈক্য।

বিশ্বাসী হিসাবে পরিচয় দিয়েও আমরা অনেকে ঈশ্বরের বাক্যের সত্যতার প্রতিও আমাদের সন্দেহ প্রকাশ করেছি এবং যুক্তির সঙ্গে আপোস করেছি। এমন অনেকে আছেন, যারা বলে থাকেন যে, যীশু সতি সত্যি জলের উপর দিয়ে হাঁটেননি। তাঁরা বলে থাকেন যীশু যখন হ্রদের পাড় দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিলেন, বিপরীত বাতাসে শিষ্যদের নৌকা তীরের গায়ে চলে আসে, কিন্তু কুয়াশার কারণে হ্রদের পাড় তাদের চোখ এড়িয়ে যায়। আবার অনেকে বলেন, হ্রদের ঐ জায়গায় জলের গভীরতা মাত্র গোড়ালী পর্যন্ত ছিল। কিন্তু বাইবেল বলে (আমি মনে করি, এমন নয়) নৌকাটি হ্রদের মাঝখানে ছিল (৪৭ পদ), এবং যীশুকে নৌকাতে উঠতে হয়েছিল (৫১)। যীশু যদি হ্রদের পাড়ে থাকতেন, তাহলে তাঁকে নৌকায় নামতে হত। আর গোড়ালি পর্যন্ত জলের তত্ত্ব কখনও সত্য নয়, কারণ ৩ ইঞ্চি জলে এক ডজন শিষ্যসহ পূর্ণ নৌকা প্রতিকূল বাতাসে কখনও সোজা থাকতে পারে না।

প্রকৃত হ্রদে, প্রকৃত ঝড়ের মাঝে, প্রকৃত যীশু, সত্য জলের উপর দিয়ে হেঁটে শিষ্যদের নৌকায় উপস্থিত হন। যে ঈশ্বর ঐ জলের সৃষ্টিকর্তা, তাঁর পক্ষে জলের উপর দিয়ে হাঁটা, বা জলকে দুভাগে ভাগ করা ও তাঁর মধ্য দিয়ে হেঁটে যাওয়া কখনও কঠিন বিষয় নয়। তাই, সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল, কার নিয়ন্ত্রণে আমরা বিশ্বাসী। ঠিক একইভাবে, আমাদের জীবনের উপর দিয়ে যখন প্রতিকূল বাতাস বয়, আমরা কি তখন ঈশ্বরের নিয়ন্ত্রণ দেখতে পাই?

ক। যীশু নিজে শিষ্যদের প্রতিকূল বাতাসের মুখোমুখি করেছিলেন (৪৫, ৪৬ পদ)

যীশু কেন শিষ্যদের আগে আগে পাঠালেন? তিনি তো সর্বদা তাঁদের সঙ্গে সঙ্গে যেতেন। অবশ্যই

৪৬ পদের প্রার্থনার কথা আমরা বলতে পারি। আবার, পাঁচ হাজার লোককে খাওয়ানোর জনপ্রিয়তা যখন তাঁকে 'রাজা' বানাতে চেয়েছিল, তখন যীশু একাকী পর্বতে চলে যান (যোহন ৬:১৫)। তাই, যীশু নৌকায় চড়ে পরপারে যেতে শিষ্যদের দৃঢ় আজ্ঞা দিলেন। অর্থাৎ, যীশু তাদের জোর করে পাঠালেন। এখন, শিষ্যরা যদিও যীশুর এই কাজের কারণ জানতেন না, যীশুর জানা ছিল। (উদা. যাত্রিকের গতি)।

অনুকূল জীবন কখনও ঈশ্বরের আশীর্বাদের গ্যারান্টি নয় (আপনি হয়তো তাঁর ইচ্ছার নৌকায় চড়তে রাজী নন), আবার, জীবনের প্রতিকূলতাও আপনার জীবনের প্রতি ঈশ্বরের অসন্তুষ্টতার প্রকাশ নয় (ইয়োবের কথা আমরা জানি)। আমাদের শিক্ষা দিতে, প্রশিক্ষণ দিতে বা শক্তিশালী করতে ঈশ্বর অনেক সময় আমাদের জীবনে প্রতিকূল বাতাসকে অনুমতি দিতে পারেন। তাই, আমরাও প্রেরিত পৌলের ন্যায় বলতে পারি, "... ঈশ্বর সব ভালোর জন্য করেন" (রোমীয় ৮:২৮)।

খ। যীশু শিষ্যদের সমস্যা উপলব্ধি করেছিলেন (৪৭, ৪৮ পদ)

যেহেতু যীশু নিজে তাদের পরিতিকূল বাতাসের মুখোমুখি করেছিলেন, সেইহেতু, তিনি জানতেন তাদের কী ঘটতে চলেছে। নৌকা বাইতে তাদের কষ্ট তিনি দেখতে পেলেন। গ্রীক ভাষায়, এই দেখার অর্থ, কেবল চোখের দেখা নয়, কিন্তু উপলব্ধি করা। যীশু যেন তাদের সঙ্গেই নৌকায় ছিলেন, তাই, তাদের কষ্ট প্রকৃত অর্থে উপলব্ধি করলেন। চতুর্থ প্রহর মানে প্রায় ৬-১০ ঘন্টা যাবত তারা কষ্ট করেছে। ইংরাজীতে একটি প্রবাদ বাক্য আছে— *"No One Ununderstands Like Jesus."*

তিনি আমার আপনার সমস্যা বা কষ্ট জানেন, কারণ, তিনি সর্বদা আমার আপনার সঙ্গে সঙ্গে আছেন। শিষ্যদের প্রকৃত প্রয়োজন ছিল- "যীশুতে তাদের বিশ্বাস বৃদ্ধি।" তিনি জানেন আমার আপনার প্রকৃত প্রয়োজন, তাই, তিনি যোগান আমাদের জীবনে সকল বিষয়, এমন কি প্রতিকূল বাতাসকেও।

গ। যীশু তাদের সমস্যার সমাধান করলেন (৪৮-৫২ পদ)

যীশু হ্রদের উপর দিয়ে হেঁটে তাদের কাছে নৌকায় এলেন। তিনি আজও আমাদের সমস্যায় আমাদের পাশে দাঁড়ান। আমাদের কাছে আসার পথে কিছুই বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারে না, এমন কি ঝড় বা হ্রদের জলের গভীরতা। তিনি যেমন শিষ্যদের বলেছিলেন, আমাদেরও একই কথা বলেন, "সাহস কর, এ আমি, ভয় কোরো না।" আপনার জীবনে কোন বিষয়কে আপনি ভয় পাচ্ছেন? যীশু কি আপনার জীবনের নিয়ন্ত্রণকর্তা? আপনি কি তাঁর হাতে নিজেকে সমর্পণ করেছেন? যদি করে থাকেন, তিনি আপনাকে এই সমস্যার দ্বারা আরও শক্তিশালী ও পরিপক্ক করতে চলেছেন।

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়)